بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

খুতবা জুম'আ

হযরত খাল্লাদ বিন আমর বিন জমুহ্ আনসারী, হযরত উকবা বিন আমের প্রভৃতি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর বদরী সাহাবা রাজিয়াল্লাহু আনহুমদের ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা।

আমেরিকার একজন প্রবিন আহ্মদী সিস্টার আলিয়া শহীদ সাহেবা যিনি মরহুম আহ্মদ শহীদ সাহেবের স্ত্রী, তাঁর উত্তম গুণাবলীর বর্ণণা।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ১১জানুয়ারী ২০১৯-এর খোতবা জুমা এর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন:

হযরত খাল্লাদ বিন আমর বিন জমুহ্একজন আনসারী সাহাবী ছিলেন এবং বদরী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি তার পিতা হযরত আমর বিন জমুহ্, তার ভাই হযরত মায, হযরত আবু আয়মান এবং মুআওয়েয-এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। হযরত আবু আয়মান সম্পর্কে এটিও বলা হয় যে, তিনি তার ভাই ছিলেন না বরং তার পিতা হযরত আমর বিন জমুহ্-এর বিমুক্ত কৃতদাস ছিলেন। বদরের যুদ্ধের জন্য যাত্রার প্রাক্কালে মদীনার বাইরে মহানবী (সা.)তাঁর সেনাদলের সাথে সুকিয়ার কাছে এক জায়গায় অবস্থান করেন।

হযরত খাল্লাদ বলেন, মহানবী (সা.) উসাইকার নাম পরিবর্তন করে সুকিয়া রেখেছেন। আমার হৃদয়ে সুকিয়া অর্থাৎ এই জায়গাটি ক্রয় করার বাসনা জাগ্রত হয়। কিন্তু আমার পূর্বেই হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস দুটো উটের বিনিময়ে সেই জায়গা ক্রয় করে ফেলেন, আর কারো কারো মতে সাত আউকিয়া অর্থাৎ দুইশত আশি দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করেছেন। মহানবী (সা.) এর কাছে যখন এই কথা উত্থাপন করা হয় তখন তিনি বলেন, রাবেহা বায়া'। অর্থাৎ এই ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক হয়েছে।

হযরত খাল্লাদ, তার পিতা হযরত আমর বিন জমুহ্ আর হযরত আবু আয়মান তারা তিন জন ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন আর তিনজনই সেখানে শাহাদত বরণ করেন। হযরত খাল্লাদ এর পিতা হযরত আমর বিন জমুহ্ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন বদর যুদ্ধের সময় যখন জেহাদের ঘোষণা দেন তখন আমর বিন জমুহ্-র পায়ের অসুস্থতার জন্য তার ছেলেরা তাকে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে দেয় নি। কিন্তু ওহুদের যুদ্ধের সময় আমর নিজের ছেলেদের বলেন, তোমরা আমাকে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে দাও নি। এখন ওহুদের যুদ্ধের সময় অংশগ্রহণের সুযোগ এসেছে। এখন তোমরা আমাকে বিরত রাখতে পারবে না, আমি অবশ্যই যাব আর ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করব। সন্তানরা পুনরায় তাকে তার পঙ্গুত্বের কারণে বাধা দিতে চাইলে তিনি স্বয়ং মহানবী (সা.) এর সকাশে উপস্থিত হন এই ভেবে যে, মহানবী(সা.) এর কাছ থেকে আমি নিজেই অনুমতি নিব। তিনি মহানবী (সা.) এর সামনে উপস্থিত হন এবং বলেন যে, আমার সন্তানগণ এবারও আমাকে জিহাদ থেকে বিরত রাখতে চায়। প্রথমে বদর থেকে বিরত রেখেছে, আর এখন ওহুদেও অংশগ্রহণ করতে দিচ্ছে না। আমি এই জিহাদে আপনার সাথে অংশগ্রহণ করতে চাই। পুনরায় তিনি বলেন, খোদার কসম আমি আশা রাখি আল্লাহ্ আমার আন্তরিক বাসনা গ্রহণ করবেন এবং আমাকে শাহাদতের সম্মান দান করবেন। আর আমার এই খোড়া পা নিয়েই আমি জান্নাতে প্রবেশ করব।

মহানবী (সা.) বলেন, হে আমর! খোদার সন্নিধানে আপনার পঙ্গুত্ব মূল্য রাখে আর জিহাদ আপনার জন্য আবশ্যকীয় নয়। কিন্তু একইসাথে মহানবী (সা.) তার সন্তানদেরও বলেন যে, তোমরা নেক কাজে তাকে বাধা দিও না। এটিই যদি তার আন্তরিক বাসনা হয়ে থাকে তাহলে তাকে তা পূর্ণ করতে দাও। হয়ত আল্লাহ্ তা'লা তাকে শাহাদতের সম্মান দান করবেন। হযরত আমর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এই দোয়া করতে করতে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করেন যে, **'আল্লাহুম্মার যুকনি শাহাদাতান ওয়া লা তারুদ্দানী ইলা আহলী খায়েবান'**। অর্থাৎ হে আল্লাহ্ আমাকে

শাহাদতের সম্মান দাও, আর আমার গৃহপানে আমাকে ব্যর্থ ও বিফল মনোরথ ফিরিয়ে এনো না। আল্লাহ্ তা'লা তা'র দোয়া গ্রহণ করেছেনআর তিনি সেখানে শাহাদত বরণ করেন। হযরত খাল্লাদের মাতা হযরত হিন্দ বিনতে আমর, তার পিতার নামও আমর ছিল আর স্বামীর নামও,তিনি হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্‌র ফুফু ছিলেন। ওহুদের যুদ্ধে হযরত হিন্দ তার স্বামী, পুত্রএবং ভাইকে শাহাদতের পর উটের পিঠে বোঝাই করেন।এরপর যখন তাদের সম্পর্কে নির্দেশ আসে তখন তাদেরকে ওহুদে ফিরিয়ে নেয়া হয় আর ওহুদেই দাফন করা হয়।

এই পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হুজুর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত আয়েশা ওহুদের সংবাদ নেওয়ার জন্য মদীনার মহিলাদের সাথে ঘর থেকে বের হন। তখনো পর্দার নির্দেশ আসে নি। যখন হযরত আয়েশা হাররা নামক স্থানে পৌঁছেন তখন হিন্দ বিনতে আমরের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়, যিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমরের বোন ছিলেন। হযরত হিন্দ তার উটকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই উটে তার স্বামী হযরত আমর বিন জমুহ্, পুত্র খাল্লাদ বিন আমর, আর ভাই আব্দুল্লাহ্ বিন আমর এর লাশ ছিল। হযরত আয়েশা জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি কি জান তুমি মানুষকে কোন অবস্থায় পিছনে রেখে এসেছ? হযরত আয়েশা রণক্ষেত্রের খবর জানার চেষ্টা করছিলেন। তখন হযরত হিন্দ বলেন যে, মহানবী (সা.) নিরাপদে আছেন,আর তিনি (সা.) নিরাপদ থাকলে বাকি সব সমস্যা তুচ্ছ। তিনি (সা.) যেহেতু ভালো আছেন তাই আর কোন সমস্যা নেই। সব সমস্যা থেকে উত্তরণ সহজ। তিনি যেহেতু নিরাপদ আছেন তাই চিন্তার কোন কারণ নেই।

হযরত আয়েশা জিজ্ঞেস করেন যে, এই উটের ওপর কার কার লাশ রয়েছে। হযরত হিন্দ বলেন, আমার ভাই, আমার পুত্র খাল্লাদ এবং আমার স্বামী আমর বিন জমুহ্ রয়েছেন। আমি পূর্বে হয়ত বলেছিলাম যে, তার শ্বশুরের নাম আমর বিন জমুহ্, আসলে এটি তার স্বামীর নাম। হযরত আয়েশা জিজ্ঞেস করেন, তুমি তাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছ। হযরত হিন্দ বলেন, আমি তাদেরকে দাফন করার উদ্দেশ্যে মদীনায় নিয়ে যাচ্ছি। এরপর তিনি পুনরায় তার উটকে হাঁকাতে আরম্ভ করেন। কিন্তু উট সেখানেই মাটিতে বসে পড়ে। হযরত আয়েশা বলেন, এর পিঠে বোঝা অনেক বেশি। হযরত হিন্দ বলেন, এটি তো দুই উটের সমান বোঝা বহন করতে পারে। কিন্তু এখন এটি সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ করছে। তিনি পুনরায় উটকে উঠানোর চেষ্টা করেন আর উট দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু তিনি যখন উটকে মদীনা অভিমুখী করেন তখন উট পুনরায় বসে পড়ে। আর উটকে যখন ওহুদ অভিমুখী করেন তখন উট দ্রুত হাঁটতে থাকে। এরপর হযরত হিন্দ মহানবী (সা.) এর কাছে আসেন এবং মহানবী (সা.)-কে এই ঘটনার সংবাদ প্রদান করেন। এরপর বলেন, হে হিন্দ! আমর বিন জমুহ্, তোমার পুত্র খাল্লাদ আর তোমার ভাই আব্দুল্লাহ্ জান্নাতে পরস্পর একে অন্যের মিত্র। তখন হিন্দ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাকেও তাদের সাহচর্য দান করেন।

দ্বিতীয় সাহাবী যার স্মৃতিচারণ হবে, তিনি হলেন হযরত উকবা বিন আমের। তার মায়ের নাম হলো ফুকায়হা বিনতে সাকান, আর পিতা ছিলেন আমের বিন নাবী। তার মা-ও মহানবী (সা.) এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন এবং তাঁর হাতে বয়আত করার সম্মান লাভ করেন। হযরত উকবা বিন আমের সেই ছয় জন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা সর্ব প্রথম মক্কায় ঈমান এনেছেন। আর পরবর্তীতে তিনি আকাবার প্রথম বয়আতেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেই ছয়জন ব্যক্তির নাম - আবু উমামা আসাদ বিন যুরারা, যার সম্পর্ক ছিল বনু নাজ্জারের সাথে, আর তিনি সর্বপ্রথম সত্যায়নকারী ছিলেন। অউফ বিন হারেস, তার সম্পর্কও ছিল বনু নাজ্জারের সাথে। তিনি মহানবী (সা.) এর দাদা আব্দুল মুত্তালিবের নানার বংশের সাথে সম্পর্ক রাখেন। রাফে বিন মালেক, যিনি বনু যুরায়েকের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। তখন পর্যন্ত যতটা কুরআন শরীফ অবতীর্ণ হয়েছিল, এই সময় মহানবী (সা.) তাদেরকে তা প্রদান করেন। কুতবা বিন আমের, যিনি বনু সালামার সাথে সম্পর্ক রাখতেন। উকবা বিন আমের যিনি বনু হারামের সাথে সম্পর্কিত। (এই পুরো ঘটনায় তারই স্মৃতিচারণ হচ্ছে, তিনি বদরী সাহাবী ছিলেন।) আর জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ বিন রিয়াব যিনি বনু উবায়েদের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। এরপর তারা মহানবী (সা.) এর কাছ থেকে বিদায় নেয়। বিদায়ের সময় তারা মহানবী (সা.) এর কাছে নিবেদন করে যে, গৃহযুদ্ধ আমাদেরকে অনেক দুর্বল করে দিয়েছে। আমরা মদীনায় গিয়ে আমাদের ভাইদের মাঝে ইসলাম প্রচার করব। অসম্ভব নয় যে, খোদা তা'লা আপনার মাধ্যমে আমাদেরকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করবেন। তখন আমরা সার্বিকভাবে আপনার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকব। তারা ফিরে যান আর এ কারণে মদীনায় ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা হতে থাকে।

মহানবী (সা.)মক্কায় এ বছরটি মদীনাবাসীদের পক্ষ থেকে বাহ্যিক উপকরণের নিরিখে আশা এবং নৈরাশ্যের মাঝে অতিবাহিত করেন। তিনি প্রায়শ ভাবতেন যে, দেখি এই ছয় ব্যক্তির পরিণাম কী হয় আর মদীনায় সাফল্যের কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় কি-না।

হুজুর আনোয়ার (আই.) বলেন, অপরদিকে মক্কাবাসীদের নির্যাতন প্রতিদিন-প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছিল আর তারা এই কথা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিল যে, এটিই ইসলামকে মিটিয়ে দেওয়ার মোক্ষম সময়। কিন্তু এই স্পর্শকাতর সময়েও, যার চেয়ে বেশি স্পর্শকাতর সময় ইসলামের জন্য আর কখনো আসে নি, মহানবী (সা.) এবং তার নিবেদিত প্রাণ সাহাবীরা দৃঢ় পাহাড়ের মতো নিজেদের জায়গায় অবিচল ও অনড় ছিলেন। আর তাঁর এই দৃঢ় সংকল্প এবং অবিচলতা অনেক সময় তার বিরোধীদেরও হতভম্ব করে দিত যে, এই ব্যক্তি কত অসাধারণ মানসিক শক্তির অধিকারী! কোন কিছুই তাকে নিজ স্থান থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। বরং সেই যুগে মহানবী (সা.) এর কথায় এক বিশেষ প্রতাপ ও পরাক্রম পরিলক্ষিত হতো। মহানবী (সা.) যখন কথা বলতেন তখন তাঁর কথায় অসাধারণ প্রতাপ ও পরাক্রম প্রকাশ পেতো। সমস্যার এই প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ুতে তার শির আরো উন্নত হতো। এই দৃশ্য একদিকে যেখানে মক্কার কুরাইশদের আশ্চর্যান্বিত করত অপরদিকে কখনো কখনো তাদের হৃদয়কে কাঁপিয়ে তুলতো। এই দিনগুলো সম্পর্কে স্যার উইলিয়াম মিওরও লিখেছেন যে, সেই দিনগুলোতে মুহাম্মদ (সা.) স্বজাতির সামনে এমন বীরত্বের সাথে দণ্ডায়মান থাকতেন যে, কোন কোন সময় তাঁর নড়াচড়ার শক্তিও থাকতো না। চূড়ান্ত পর্যায়ে নিজের বিজয় লাভের দৃঢ় বিশ্বাসে পরিপূর্ণ কিন্তু বাহ্যত অসহায় ও নিঃসঙ্গ তিনি এবং তার ক্ষুদ্র জামা'ত যেন সে যুগে এক সিংহের মুখে ছিলেন। কিন্তু সেই খোদার সাহায্যের ওপর ছিল পূর্ণ বিশ্বাস, যিনি তাকে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন। উইলিয়াম মিওর লিখেন যে,মুহাম্মদ (সা.) এমন এক সংকল্প নিয়ে নিজ জায়গায় দণ্ডায়মান ছিলেন যাকে কোন কিছু নিজ স্থান থেকে বিচ্যুত করতে পারতো না।

হুজুর (আই.) বলেন, যাহোক এটি ইসলামের জন্য খুবই স্পর্শকাতর মুহূর্ত ছিল। মক্কাবাসীদের পক্ষ থেকে পুরো নৈরাশ্য ছিল। কিন্তু মদীনায় আশার আলো প্রকাশিত হচ্ছিল। অর্থাৎ যারা বয়আত করে গিয়েছে তাদের কারণে, আর মহানবী (সা.)ও গভীর আগ্রহের সাথে সেই পানে চেয়ে ছিলেন যে, মদীনাও কি তাকে মক্কা এবং তায়েফের মতো প্রত্যাখ্যান করবে নাকি তাদের অদৃষ্ট ভিন্নভাবে প্রকাশ পাবে। যখন হজ্জের মৌসুম আসে, তিনি (সা.) গভীর আগ্রহের সাথে নিজের ঘর থেকে বের হন আর মিনা অভিমুখে আকাবার কাছে পৌঁছে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করেন। তখন হঠাৎ করে তাঁর দৃষ্টি ইয়াসরেব বা মদীনার একটি ছোট্ট জামা'তের ওপর পড়ে, যারা তাকে (সা.) দেখে তাৎক্ষণিকভাবে সনাক্ত করে এবং সুগভীর ভালোবাসা ও নিষ্ঠার সাথে এগিয়ে তাঁর সাথে মিলিত হয়। এবার তারা ছিল বারো জন। যাদের পাঁচ জন ছিল বিগত বছরের সত্যায়নকারী আর সাত জন নতুন। অওস এবং খাযরাজ- উভয় গোত্রের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল। হযরত উকবা বিন আমেরও এই বয়আতে শামিল ছিল।

মহানবী (সা.) মানুষের দৃষ্টির আড়ালে গিয়ে এক উপত্যকা বা ঘাটিতে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তারা ইয়াসরেব বা মদীনার খবরাখবর সম্পর্কে তাকে (সা.) অবহিত করেন আর এবার তারা সকলেই রীতিমত তাঁর (সা.) হতে বয়আত করে। এই বয়আত মদীনায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার মৌলিক পাথর ছিল, অর্থাৎ এর মাধ্যমে ইসলামের ভিত রচিত হয়। বয়আতের পর মহানবী (সা.) বলেন, যদি তোমরা নিষ্ঠা ও অবিচলতার সাথে এই অঙ্গীকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক তাহলে জান্নাত লাভ করবে আর যদি তোমরা দুর্বলতা দেখাও তাহলে তোমাদের বিষয় আল্লাহ্ তা'লার হাতে, তিনি যেভাবে চান সেভাবে তোমাদের সাথে (ব্যবহার) করবেন।

এই বয়আত ইতিহাসে আকাবার প্রথম বয়আত হিসেবে প্রসিদ্ধ। যেই জায়গায় বয়আত নেয়া হয়েছিল সেই জায়গা আকাবা নামে পরিচিতযা মক্কা এবং মিনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। আকাবা শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো উঁচু পাহাড়ী পথ বা উঁচু গিরিপথ। মক্কা থেকে বিদায়ের প্রাক্কালে এই বারো জন নবমুসলিম আবেদন করেন যে, আমাদের সাথে কোন মুসলমান মুয়াল্লিম পাঠানো হোক যিনি আমাদের ইসলাম শেখাবেনআর আমাদের মুশরেক ভাইদের মাঝে ইসলাম প্রচার করবেন। তিনি (সা.) আব্দুদ দ্বার গোত্রের খুবই নিষ্ঠাবান এক যুবক মুসআব বিন উমায়েরকে তাদের সাথে পাঠিয়ে দেন।

আকাবার দ্বিতীয় বয়আত হয়েছিল ত্রয়োদশ নববীতে। তখন সত্তর জন আনসার বয়আত করেছিলেন। হযরত

উকবা বিন আমের বদর, ওহুদ এবং খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। ওহুদের দিন তিনি তার শিরস্ত্রানে সবুজ রঙের কাপড়ের মাধ্যমে সবার মাঝে স্বতন্ত্র ছিলেন। তিনি হযরত আবু বকরের খিলাফতকালে দ্বাদশ হিজরীতে ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।

হযরত উকবা বিন আমের বর্ণনা করেন আমি আমার পুত্রকে নিয়ে মহানবী (সা.) এর দ্বারে উপস্থিত হই। তখন সে স্বল্পবয়স্ক বালক ছিল। আমি নিবেদন করি যে, আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত। আমার ছেলেকে দোয়া শিখান যেন সে এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করতে পারে, আর তার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করুন। তিনি (সা.) বলেন, হে বালক বল **'আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা সিহাতান ফি ঈমানীন ওয়া ঈমানান ফি হুসনে খুলুকিন ওয়া সালাহান ইয়াতবাউহুন নাজা'**। অর্থাৎ হে আল্লাহ্ আমি তোমার কাছে ঈমানের অবস্থায় সুস্বাস্থ্যের দোয়া করি। আর ঈমানের সাথে উন্নত নৈতিক গুণাবলীর জন্য দোয়া করি। এমন কল্যাণের দোয়া করি যার পর আসবে সাফল্য। আল্লাহ্ তা'লা ক্রমাগতভাবে এই সাহাবীদের পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

এরপর এখন আমি আমেরিকার একজন অত্যন্ত প্রবীণ পুণ্যবতী আহমদী নারীর স্মৃতিচারণ করব আর জুমুআর পর তার গায়েবানা জানাযাও পড়াব। তার নাম হলো সিস্টারআলীয়া শহীদ সাহেবা। তিনি মরহুম আহমদ শহীদ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। গত ২৬ ডিসেম্বর তিনি ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে দীর্ঘ জীবন দান করেছেন এবং কাজ করার সৌভাগ্য দিয়েছেন। সকল প্রকার পঙ্গুত্ব বা অক্ষমতা থেকে রক্ষা করেছেন। তার বয়স ছিল ১০৫ বছর। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। **ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন**।

আমেরিকার আমীর সাহেব তার সম্পর্কে লিখেন যে, তার বয়আতের সৌভাগ্য হয়েছে ১৯৩৬ সনে। ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত আমেরিকার লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সদর হিসেবে কাজ করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। একইভাবে দীর্ঘ ৫০ বছর তিনি লাজনা ইমাইল্লাহ্ আমেরিকায় জেনারেল সেক্রেটারী, সেক্রেটারী মাল, সেক্রেটারী তালীম, সেক্রেটারী খিদমতে খালক এবং লাজনার স্থানীয় প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। জামা'ত এবং খিলাফতের সাথে সবসময় ভালো সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারের জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকতেন। তিনি মানুষের প্রতি গভীর স্নেহ ও ভালোবাসা রাখতেন। জামা'তে আহমদীয়া আমেরিকার প্রাথমিক যুগের ঘটনাবলী তার কণ্ঠস্থ ছিল,যা তিনি প্রায় সময় বলতেন। হযরত চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেবকে নিজের ঘরে নিমন্ত্রণ করারও তার সুযোগ হয়েছে। তার স্বামী জনাব আহমদ শহীদ সাহেব আমেরিকার ন্যাশনাল আমেলায় এবং স্থানীয় পিটসবার্গ জামা'ত এ প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। মরহুমার সন্তানসন্ততির মাঝে তার একমাত্র ছেলে ওমর শহীদ সাহেব রয়েছেন, যিনি গত ১৮ বছর ধরে পিটসবার্গ জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করছেন। মরহুমা আফ্রো-আমেরিকান ছিলেন।

Khulasa Khutba (Bangla) Huzoor Anwar (atba) 11 January 2019

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B